প্রারম্ভিক শিক্ষা

শিশুর অর্জিত মাইলফলকসমূহঃ

- শিশুরা দৌড়াতে, উড়তে, লাফাতে, গড়াগড়ি করতে পারবে। নিজের কাজ নিজে করতে পারবে। হাতে পেনসিল বা কলম ধরতে পারবে।
- শিশুরা বিভিন্ন গল্প বলার মাধ্যমে নিজের আবেগ প্রকাশ করতে পারবে। বড়দের আচরণকে অনুকরণ করতে পারবে। নিজের পছন্দ অপছন্দ বলতে পারবে। কোন প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে পারবে। নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হবে।
- গল্প বলতে পারবে, ছড়া, গান করতে পারবে। আধো বাক্যে কথা বলতে পারবে। শরীরের সকল অঙ্গের নাম বলতে পারবে। কোন ঘটনা বা পরিস্থিতির কথা বলতে পারবে। ছবি দেখে বস্তুর নাম বলতে পারবে।
- নিজ বয়সী শিশুদের সাথে খেলাধূলা করতে পারবে। বিভিন্ন সম্বোধনমূলক শব্দ উচ্চারণ করতে পারবে। নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে ভয় পাবে।
- বিভিন্ন ছবি দেখে একই জিনিস বের করতে পারবে। বিভিন্ন পরিবর্তন বুঝতে পারবে। বিভিন্ন সৃজনশীল করতে পারবে। বিভিন্ন কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে গল্প বলতে পারবে।
-

শিশুদের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক খেলা কার্যক্রমঃ

বিকাশের ক্ষেত্র	শিখন কার্যক্রম	শিখনফল
শারীরিক বিকাশ	▪ লম্বা লাইন হয়ে দাঁড়িয়ে পাখির মতো উড়তে বলা হয়। ▪ শিশুরা লাইন হয়ে দাঁড়াবে, তারপর যত্নকারী ‘১’ বললে শিশুরা দুই পাশে হাত প্রসারিত করবে। ‘২’ বললে মাথার সোজা উপরে হাত তুলবে। ‘৩’ বললে শিশুরা আবার দুই পাশে হাত প্রসারিত করবে। ‘৪’ বললে হাত নিচে দাঁড়াবে।	▪ শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হবে; ▪ হাত ও ঘাড়ের পেশী সবল হবে; ▪ মস্তিষ্কের কাজের ক্ষমতা বাড়বে; ▪ শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হবে।
আবেগিক বিকাশ	▪ যত্নকারীরা শিশুদের সাথে গোল হয়ে বসে প্রথমে নিজে অভিনয় করে কোন দৈনন্দিন কাজ করে দেখাবে। যেমনঃ দাঁত ব্রাশ করা, জামা পড়া, গোসল করা, রান্না করা প্রভৃতি। তারপর একে একে প্রত্যেকে অভিনয় করে দেখাবে ও প্রতিটি শিশুদের প্রশ্ন করে জানা কে কি করছে, অন্য শিশুরা বলার পর উক্ত শিশুর কাছে শোনা সে কি	▪ জড়তামুক্ত হবে ও আনন্দ লাভ করবে। ▪ কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটবে; ▪ অনুকরণ করতে শিখবে; ▪ সৃজনশীল হয়ে উঠবে।

	অভিনয় করলো। শিশুকে মূকাভিনয় করার জন্য তালি দিয়ে উৎসাহিত করা।	
ভাষাগত বিকাশ	▪ শিক্ষিকা বা যত্নকারী শিশুদের পরিচিত বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করে তার সাথে মিলিয়ে বাক্য বলা, যেমনঃ 'আম' উচ্চারণ করে বলা- 'আমটি আমি খাবো পেড়ে'। এরকম আরও নানা শব্দ নদী, ফুল, মাছ, পাখি প্রভৃতি। ▪ শিক্ষিকা বা যত্নকারী গোল হয়ে বসে মজা করে শিশুদের ছোট ছোট গল্প শোনাবে তারপর শিশুদের গল্প চালিয়ে যেতে উৎসাহ করা হবে। আর শিশুরা থেমে গেলে শিক্ষিকা বা যত্নকারী সাহায্য করবে।	▪ নতুন পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে বিভিন্ন বাক্য তৈরি করতে পারবে; ▪ চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান চিনতে ও নাম বলতে পারবে; ▪ দলে কাজের অভিজ্ঞতা তৈরি হবে; ▪ অসম্পূর্ণ গল্প নিজে সম্পূর্ণ করতে শিখবে।
বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ	▪ শিশুদের গোল করে বসিয়ে পেন্সিল, খাতা দিয়ে ইচ্ছেমতো অংকন করতে দেওয়া। ▪ শিশুদের বৃত্তাকারে দাঁড় করিয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষিকা বা শিক্ষিকা বা যত্নকারী তালে তালে হাততালি দিয়ে দেখিয়ে দিবেন, তারপর সবাই একসাথে তালি দিবে। এভাবে ছন্দে ছন্দে পর্যায়ক্রমে তালি দিতে থাকবে ।	▪ ধারাবাহিক কাজের দক্ষতা তৈরি হবে। ▪ চিন্তাশক্তির বিকাশ হবে।
সামাজিক বিকাশ	▪ শিশুদের লম্বা লাইন হয়ে রেললাইন বানিয়ে ঝিকঝিক করতে বলা। ▪ 'ওপেনটি বায়োস্কোপ' ছন্দে ছন্দে খেলার ব্যবস্থা করা।	▪ পালাক্রমে কাজের মনোভাব তৈরি হবে; ▪ দলগত কাজ করার মানসিকতা তৈরি হবে; ▪ প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হবে; ▪ সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে।